গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
শাখা-সঞ্চয়
www.ird.gov.bd

বিষয়: বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (ইউ.এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউ.এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এবং ওয়েজ আর্নার ডেভলপমেন্ট বন্ড) নির্বাচন নীতিমালা-২০১৮ প্রণয়ন বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি: জনাব মো: আবুল কাশেম, অতিরিক্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ।
তারিখ: ১৬/০১/২০১৮ খ্রি:।
সময়: সকাল ১১:০০ ঘটিকা।
স্থান: অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সভা কক্ষ।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা নিম্নরূপ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। জনাব মো: আবু তালেব, পরিচালক (প্রশাসন), জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। জনাব মো: হুমায়ুন কবীর, যুগ্মসচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। ড. মো: হামিদুল হক, উপ-সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। ড. মো: এনামুল হক, উপসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। জনাব মোহাম্মদ সফিউর রহমান, উপসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। জনাব আবু নাছের ভূঁঞা, সিনিয়র সহকারী সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭। জনাব জনাব মো: তারাজুল ইসলাম, সহকারী সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতে তিনি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমান, জিডিপির পরিমান ও বৈদেশিক বিনিয়োগের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করেন। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের প্রবাসী বাংলাদেশীদের অবদানের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন যে, প্রবাসীদের উপার্জিত অর্থ স্বদেশে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্য সরকার ১৯৮১ সালে ওয়েজ আর্নার ডেভলপমেন্ট বন্ড এবং ২০০২ সালে ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ও ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড প্রবর্তন করে। উক্ত বন্ড প্রবর্তনের প্রেক্ষিতে বিধি অনুযায়ী ১.০ মিলিয়ন বা ততোধিক মার্কিন ডলার বিনিয়োগকারী ব্যক্তিবর্গকে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ হতে সিআইপি কার্ড প্রদান করা হয়। তিনি সিআইপি কার্ড প্রদানকৃত ব্যক্তিবর্গকে প্রদেয় সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালা উপস্থাপনের জন্য যুগ্মসচিব (সঞ্চয়)-কে অনুরোধ জানান।

০২। যুগ্মসচিব (সঞ্চয়) বলেন যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যে ০৪ (চার) টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) নির্বাচন করে থাকে তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ অন্যতম। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ইউ.এস. ডলার প্রিমিয়াম বন্ড রুলস, ২০০২ এর বিধি-১৪(৪); ইউ.এস. ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড রুলস, ২০০২ এর বিধি-১৪ এবং ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড রুলস, ১৯৮১ (সংশোধিত ২০১১) এর বিধি-১৪(৪) অনুযায়ী সিআইপি নির্বাচন করে থাকে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক তাদের নির্বাচিত সিআইপিদের কতিপয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করলেও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক নির্বাচিত সিআইপিদের কোন সুযোগ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা/ বিধান না থাকায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের উক্ত বন্ড সমূহে বিনিয়োগে আরো উৎসাহিত করতে সিআইপিদের সুযোগ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা তৈরির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সভায় তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর ন্যায় সুযোগ সুবিধা সম্বলিত একটি খসড়া প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রত্যাশা করে উপসচিব (সঞ্চয়)-কে তা উপস্থাপনের অনুরোধ করেন।

০৩। উপসচিব (সঞ্চয়) সভায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সিআইপি নীতিমালা-২০১৮ উপস্থাপন করেন। কার্যপত্র উপস্থাপন শেষে আলোচনায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন যে, বন্ডের বাজার চাহিদা বিবেচনা করে সিআইপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের বিষয়টি কম-বেশী করা যেতে পারে। সিআইপি নির্বাচনের জন্য গঠিত বাছাই কমিটিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করার জন্য তিনি মতামত দেন। যুক্তি হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন যে, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ও ইনভেস্টমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগকারীগণ প্রবাসী বাংলাদেশীরা যদি বিদেশে কোন আইন শৃংখলা পরিপন্থি কাজ করেন এবং দেশে তাদের সিআইপি হিসেবে মর্যাদা প্রদান করা হয় তবে বিষয়টি বহি:বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করতে পারে। কাজেই সিআইপি নির্বাচন কমিটিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করা হলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের বিদেশস্থ মিশনের মাধ্যমে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে তা সরবরাহ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে জননিরাপত্তা বিভাগের অনাপত্তির জন্য যে ধরনের পত্র ইস্যু করা হয় ঐ একই রকম পত্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দেয়া যেতে পারে। সিআইপিদের সুযোগ সুবিধার অংশে ৬ নং ক্রমিকে উল্লিখিত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় Letter of Introduction (LOI) ইস্যু করিবে এর স্থলে 'LOI ইস্যুর ব্যবস্থা নিবে' শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের কথা বলেন। তিনি বলেন LOI ইস্যুর ক্ষেত্রে অনেকগুলো শর্ত প্রতিপালন/ মানদন্ড অনুসরণ করা হয়ে থাকে। সব শর্ত পালন না করতে পারলে কোন ব্যক্তিকে LOI প্রদান করা হয় না। কাজেই নীতিমালাতে যদি LOI ইস্যু করিবে কথাটি উল্লেখ থাকে তবে সিআইপিগণ এটির উপর জোর প্রদান করবে। এ প্রসঙ্গে যুগ্মসচিব (সঞ্চয়), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ সভাকে অবহিত করেন ইত:মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ/সুবিধায় LOI ইস্যুর বিষয় উল্লেখ আছে। LOI ইস্যুর ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের অনুসৃত নিয়মনীতি প্রতিপালন করলে সেক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হবে না মর্মে তিনি মত প্রকাশ করেন।

০৪। জননিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধি সরকারের অন্য যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ সিআইপি নির্বাচন করে থাকে তাদের এ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিআইপি নীতিমালা করা হয়েছে কি না তা জানতে চান। তার উত্তরে যুগ্মসচিব (সঞ্চয়) বলেন, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিআইপি নীতিমালা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের এ সংক্রান্ত নীতিমালার অনুকরণে সিআইপি নির্বাচন সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালা করা হয়েছে। জননিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধি সিআইপি বাছাই কমিটিতে তাদের বিভাগের একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি 'সিআইপি নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যাবলী' অংশে ক্রমিক ২ এ বর্ণিত ১ (এক) মাসের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামত পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট সিআইপিদের বিরুদ্ধে তাদের কোন অভিযোগ নেই বলে বিবেচিত হবে অংশে কোন নির্ধারিত সময়সীমা নির্ধারণ না করে দেয়ার অনুরোধ করেন।

০৫। শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন যে 'সিআইপি বাছাই কমিটি' এর স্থলে প্রাথমিক বাছাই কমিটি করা যেতে পারে। উক্ত কমিটি প্রাথমিক বাছাই শেষে নিয়মানুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক, জননিরাপত্তা বিভাগ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামত পাওয়ার পর পুনরায় সভা করে সিআইপি নির্বাচনের বিষয়টি চূড়ান্ত করতে পারেন। সিআইপি নির্বাচনের লক্ষ্যে আবেদন প্রাপ্তি সহ বাছাইকরণের বিভিন্ন পর্যায়ের সময়সীমা সম্বলিত একটি ক্যালেন্ডার নীতিমালায় সন্নিবেশকরণ বিষয়ে তিনি মত প্রকাশ করেন। সিআইপিদের সুযোগ সুবিধা প্রদান অংশের ক্রমিক নং- ৫ ও ৬ এ উল্লিখিত 'ব্যবসা সংক্রান্ত' শব্দ ২টি বাদ দেয়ার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

০৬। বিনিয়োগকারীগণ যেহেতু প্রবাসে বসবাস করেন তাই প্রবাসে তাদের সুযোগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে খসড়া নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৭(৪) এ মিশন/ দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদানের বিষয়ে যে উল্লেখ রয়েছে তার পাশাপাশি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে CIP গণ অগ্রাধিকার পাবেন মর্মে নীতিমালায় সন্নিবেশ করা যেতে পারে মর্মে সভাপতি মত প্রকাশ করেন।

০৭। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত মতামত অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত সিআইপি নীতিমালা সংশোধন করতে হবে;

(খ) সিআইপি বাছাই কমিটিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জননিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে;

(গ) সভার সুপারিশসমূহ অনুমোদনের জন্য সিনিয়র সচিব অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

০৮। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(মো: আবুল কাশেম)
অতিরিক্ত সচিব

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০১.১৪(অংশ-২).২৮/১৯) তারিখ: ১২ মাঘ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ২৫ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
২। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
৪। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৬। সচিব, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।
৯। মহাপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৫/১/২০১৮
(ডা. মো: হামিদুল হক)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪৫১৮৮